দৈনিক বাংলা

04 JUL 1997
পৃঃ কলাম

পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সভায় প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত

ফাইজুস সালেহীন

সম্প্রতি সমাপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট অধিবেশনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সন্ত্রাস নির্মূলের লক্ষ্যে সিনেট কমিটি গঠন অন্যতম প্রধান। তিন দিনব্যাপী এই অধিবেশনে কাঁটাবন মসজিদ ঘিরে জামায়াত–শিবিরের তৎপরতা প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। মসজিদটিকে ওই চক্রের দখলমুক্ত করার প্রশ্নে সিনেট সদস্যগণ একমত হন। এছাড়া ছাত্রত্বের মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ায় ছাত্রদলের সভাপতি জনাব শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানির সিনেট সদস্যপদ বাতিল করা হয়। আরেকটি সিদ্ধান্ত হচ্ছে দৈনিক ইনকিলাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিজ্ঞাপন না দেয়া। আমাদের স্বীকার করতেই হবে যে, সিনেট সভার উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলো যেমন সাহসিকতাপূর্ণ, তেমনি সময়ের দাবীর সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতা হাত ধরাধরি করে সমাজের শান্তি ও শুভচেতনাকে গ্রাস করার জন্য অগ্রসরমান। এ দু'য়ের সঙ্গে বিএনপির জাতীয়তাবাদ মিলেমিশে

(৪–এর পৃঃ ৭–এর কঃ দ্রঃ)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সভায় প্রশংসনীয় সিদ্ধান্ত

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

একাকার। এদের জাতীয়তাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতা যেন শব্দগত রূপভেদ মাত্র। সঙ্গে সন্ত্রাসতো আছেই। পঁচাত্তর পরবর্তী একুশ বছর ধরে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস দানবীয় রূপ পরিগ্রহ করে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহীসহ সকল বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাসের দৈত্য ছিন্নভিন্ন করেছে শিক্ষার পরিবেশ। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাসীর বুলেট যে কত মায়ের বুক খালি করেছে, সবুজ ঘাস ভিজেছে যে কত শিক্ষার্থীর বুকের লহুতে–তার সঠিক পরিসংখ্যান চট করে দেয়া সম্ভবপর নয়। তবে, সে সংখ্যা অনেক অনেক। বিশ্ববিদ্যালয় কিংবা অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্তানকে পাঠিয়ে দু'দন্ডের জন্যে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না কোন অভিভাবক। এই বুঝি খবর এলো, ভয়াবহ কোন মর্মবেদনার। প্রতিটি ক্যাম্পাসে আলোক সন্ধানী প্রাণময় তরুণ শিক্ষার্থীরা সর্বদা সন্ত্রস্ত। বিপর্যস্ত তাদের শিক্ষাজীবন। ক্রমাগত সেশনজট বহু ছাত্রছাত্রীর চাকরির বয়স কেড়ে নিয়েছে, জীবন ভরে দিয়েছে নৈরাশ্যে।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাসের নায়ক কারা, কোথায় এর উৎস—তা কমবেশী সকলেরই জানা আছে। বিষয়টি প্রায় ওপেন সিক্রেট। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে জাহাঙ্গীরনগরে বিগত বছরগুলোতে ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা দফায় দফায় কি ভয়াবহ, কি পাশবিক সন্ত্রাস চালিয়েছে তার ইতিবৃত্তান্ত নতুন করে দেয়ার প্রয়োজন পড়ে না। বিএনপির পাঁচবছরের শাসনামলে এবং তার পূর্ববর্তী বছরগুলোতে রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্বাধীনতাবিরোধী জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রশিবিরের সন্ত্রাসী তৎপরতার লীলাভূমিতে পরিণত হয়েছিল। খুন–খারাবি, হাত–পায়ের রগ কেটে দেয়ার ঘটনাতো তারা বহু ঘটিয়েছে। নারী নির্যাতনের মত পৈশাচিক বর্বরতার পরাকাষ্ঠাও প্রদর্শিত হয়েছে ওদের দ্বারা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শিবির অনুরূপ তৎপরতা চালাতে পারেনি। কিন্তু এখানে ছিল জামায়াত–শিবিরের জাতীয়তাবাদী মিত্ররা। আর ছিল এবং এখনও আছে জামাত–শিবিরের চতুর তৎপরতা। অভিযোগ রয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত কাঁটাবন মসজিদটি জামায়াত–শিবিরের তৎপরতার কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। মসজিদ ভবন ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে প্রচার–প্রপাগান্ডার নানা প্রতিষ্ঠান। এখানে নাকি গড়ে তোলা হয়েছে শিবিরের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ক্যাম্পাস সংলগ্ন মসজিদ ঘিরে জামায়াত–শিবিরের এহেন তৎপরতা স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয়া যায় না। এই সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর পূর্বাপর কার্যকলাপ সম্পর্কে যে তিক্ত অভিজ্ঞতা দেশবাসীর রয়েছে, তার আলোকেই বিষয়টি উদ্বেগজনক। মসজিদ অতি পবিত্র গৃহ। মসজিদ কোন দেশবিরোধী সন্ত্রাসী দল বা গোষ্ঠীর প্রচারণা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। মসজিদ মসজিদই। কাজেই মসজিদটিকে জামায়াত–শিবিরের দখলমুক্ত করা একটি জরুরী কর্তব্য।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবাহী দল আজকে রাষ্ট্রক্ষমতায়। গত বছরের ১২ জুনের ঐতিহাসিক নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর ক্যাম্পাসগুলোতে সন্ত্রাসীরা বোধগম্য কারণেই সতর্ক। বহু সন্ত্রাসী ধরাও পড়েছে। শিক্ষাঙ্গন এখন পূর্বের তুলনায় অনেক শান্ত। কিন্তু, ভেতরে ভেতরে সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাসীচক্র তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে বলে আলামত পাওয়া যাচ্ছে। এরা বাংলাদেশে আফগানিস্তানের মত রক্তপ্রিয় তালেবান বাহিনী গঠনের হুমকি দিচ্ছে। সাম্প্রদায়িক ও জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলো সন্ত্রাস–সংঘাতের উস্কানি দিয়ে চলেছে অবিরত। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত হয়ে শিবির চট্টগ্রাম ভার্সিটিতে এসে পুনরায় বিপজ্জনক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে বলে খবর আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এদের টার্গেট বহির্ভূত নয়। পরিস্থিতিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক সিনেট সভায় কাটাবন মসজিদ মুক্ত করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে সাধুবাদ পাওয়ার যোগ্য।

জনাব এ্যানির সিনেট সদস্যপদ বাতিলের সিদ্ধান্তটি একটি ভাল দৃষ্টান্ত হিসাবে প্রশংসনীয়। সিনেট অধিবেশনের এই সিদ্ধান্ত জনাব এ্যানির সমর্থকদের মনঃপুত না হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু এর মধ্য দিয়ে সিনেট যে একটি শুভ সূচনা করলে, তাকে কোনমতেই ছোট করে দেখা যায় না। সিনেট সভায় জনাব এ্যানি একজন ছাত্রপ্রতিনিধি। সেই হিসাবে তার ছাত্রত্ব বহাল থাকা জরুরী। কিন্তু, তিনি ছাত্র নন। কাজেই তার সদস্যপদ বাতিল। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্ররাজনীতির নামে অছাত্রদের নেতৃত্ব সাম্প্রতিককালে বিষয়টি একটা বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। বিষয়টি বড় একটি অনিয়মই কেবল নয়, শিক্ষাঙ্গনে সুস্থ পরিবেশ বজায় রাখার পথে অন্তরায়ও বটে। ছাত্র না হয়ে যে বা যারা ছাত্রদের নেতৃত্ব দেয়, শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিত্ব করে—তাদের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তাছাড়া ওই ধরনের ছাত্রনামধারীদের দ্বারা ছাত্রসমাজ উপকৃত হতে পারে না। তা না হলেও অনিয়মটা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অনেক ক্ষেত্রে নিয়মের মতই চলে আসছিল। সিনেট এক্ষেত্রে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটি সবার জন্যই একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকলো।

ইনকিবলাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট একটি জোরালো প্রতিবাদ জানালো। বিশ্ববিদ্যালয় সুশিক্ষা ও সুচেতনার কেন্দ্র হিসাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে— এটাই স্বাভাবিক। বস্তুত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সন্ত্রাস–সাম্প্রদায়িকতা এবং অনিয়মের বিপক্ষে এসব পদক্ষেপের মাধ্যমে নতুন সংগ্রামের সূচনা করেছে। আমরা এই মহৎ সংগ্রামের সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।